OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 44
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 372 - 380
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, Published on October issue 2025, Page No. 372 - 380
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্য চর্চা : একটি প্রতিবেদন

সুবীর গোস্বামী
গবেষক, বাংলা বিভাগ
আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর
Email ID: gsubir94@gmail.com
0009-0008-1471-0982

Received Date *28. 09. 2025*
Selection Date *15. 10. 2025*

Keyword
North-East, Children, Adolescent, Bengali culture, Literature, human life, Scope, Impact.

Abstract
Childhood is a very important stage of human life. The literature suitable for the minds of these children and teenagers is simply called children's literature. And we know the north east india or north eastern region, is the easternmost region of india representing both a geographic and political administrative division of the country. It comprises eight states- Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Mizoram, Nagaland and Tripura. This genre of children's and adolescent literature in the North-East is apparently not very popular, but with a little research we can be aware of its scope. As the children's literary practice has been going on in the North-East centered on various magazines, the books published by individual initiatives are also making a special contribution to this literature. In the present article, we will proceed to the Bengali children's literature of the North-Eastern region in a very short range.

Discussion

(১)

মানব জীবনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় শিশু-কিশোর অবস্থা। এই শিশু-কিশোরদের মনের উপযোগী সাহিত্যকেই সহজ ভাবে বলা হয় শিশু-কিশোর সাহিত্য। বিশ্বের সকল সাহিত্যেই এই শিশু-কিশোরকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে ছড়া, কবিতা, গল্প, উপন্যাস এবং সেগুলোতে উঠে এসেছে তাদের মনস্তত্ত্ব, অনুভব, কল্পনা বিলাসিতা, বিজ্ঞান সচেতনতা, পরিবেশ সচেতনতার চিত্র। বাংলা সাহিত্যও এর ব্যতিক্রম নয়। বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করতে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও ব্যক্তিত্বের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। মুখ্যত 'সখা' ও 'সাথী', 'বালক', 'মুকুল', 'সন্দেশ' ইত্যাদি পত্র-পত্রিকা প্রথম আমলের বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যের ধারক ও বাহক। ১৮৮৩-১৯১৫-এই সময় পর্বকে বাংলা শিশু সাহিত্যের এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায় রূপে চিহ্নিত করা যায়। কেননা এই সময় পর্বে বাংলা ভাষায় তিনটি প্রধান কিশোর পত্রিকার আবির্ভাব ঘটে। প্রমদাচরণ সম্পাদিত মাসিক 'সখা' পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৮৮৩ সালের জানুয়ারী মাসে। শিশুসাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর আত্মপ্রকাশ এই পত্রিকাতেই। ১৮৮৫ সালে ঠাকুর পরিবারের উদ্যোগে জ্ঞানদানন্দিনীর

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 44
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 372 - 380
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'বালক' পত্রিকা। যেখানে আমরা পাই রবীন্দ্রনাথকে। যিনি ওই এক বছরের মধ্যেই ছোটদের জন্য লিখেছেন গল্প, উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ প্রায় সবকিছুই। ১৮৯৩ সালে ভুবনমোহন রায় সম্পাদিত 'সাথি' পত্রিকার প্রকাশ। যা দ্বিতীয় বর্ষ থেকে সখা পত্রিকার সঙ্গে একত্রিত হয় একই উদ্দেশ্য পূরণের উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হতে থাকে 'সখা ও সাথি' নামে। যা বাংলা শিশু সাহিত্যের জগতে একটি মাইলস্টোন। ১৮৯৫-এ এসে আমরা পাচ্ছি 'মুকুল' পত্রিকা। এই 'মুকুল' আবিষ্কার করেছে সুকুমার রায়ের মত প্রথিতযশা শিশুসাহিত্যেককে। 'মুকুল'-এর আগে ছোটদের পত্রিকায় এমন রাজকীয় উজ্জ্বল প্রকাশ কখনো ঘটেনি। কাগজ, ছাপা, ছবি, বর্ণ বিন্যাস, চিত্রসংস্থাপন এবং সর্বোপরি বিষয় নির্বাচন এবং লেখার গুনমানে শিবনাথের 'মুকুল' ছিল অতিশয় উন্নতমানের। পরবর্তী সময়ে আমরা পাচ্ছি মাসিক পত্রিকা 'সন্দেশ'। যা প্রকাশিত হয় ১৯১৩ সালে, উপেন্দ্রকিশোরের সম্পাদনায়। এই 'সন্দেশ' পত্রিকার সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'সাহিত্যচর্চা' গ্রন্থের 'শিশু সাহিত্য' প্রবন্ধে উচ্চারণ করেন, - কবিতা, গল্প, উপকথা, পুরাণ, প্রবন্ধ, ছবি, ধাঁধা - সন্দেশের ভোজ্য তালিকায় এমনকিছু ছিল না, যা সুস্বাদু নয়, সুপাচ্য নয়, যাতে উপভোগ্যতা আর পুষ্টিকরতার সহজ সমন্বয় ঘটেনি। এর পরবর্তী সময়ে আরো অনেক পত্র-পত্রিকা বাংলা ভাষায় শিশু ও কিশোর সাহিত্যকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে গেছে।

বাংলা শিশু কিশোর সাহিত্যের বিকাশে আমরা যাদের নাম উল্লেখ করতে পারি তারা হলেন - ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, কুলদাররঞ্জন রায়, প্রমদারঞ্জন রায়, সুকুমার রায়, সত্যজিৎ রায়, সুখলতা রাও, সুবিনয় রায়, সুবিমল রায়, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, লীলা মজুমদার, কুসুর কুমারী দেবী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, শৈলেন ঘোষ, আশাপূর্না দেবী, নবনীতা দেবসেন, প্রমুখ ব্যক্তিত্বদের। যাদের রচনা সম্ভারে বাংলা শিশু কিশোর সাহিত্য আজ ফলে- ফুলে সমৃদ্ধ।

বাংলা শিশু সাহিত্যে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব তাঁকে আমরা স্মরণ করতে পারি রূপকথার সম্রাট হিসেবে। তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন রূপকথার রস। লিখেছেন - 'প্রদীপ', 'ভারতী' ইত্যাদি বিভিন্ন পত্রিকায়। তাঁর লেখার ভাষা সহজ-সরল ও ছোটদের উপযোগী। তাঁর 'ঠাকুরমার ঝুলি', 'হারু ও চারু', 'দাদা মশায়ের থলে' ইত্যাদি শিশু সাহিত্যের ইতিহাসে এক অনবদ্য সৃষ্টি। শিশু-কিশোর সাহিত্যের বিকাশে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে রায় চৌধুরী পরিবার। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীকে আমরা বলতে পারি শিশুসাহিত্যের পথিকৃৎ। তিনি একজন প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। গল্প, কবিতা, পৌরাণিক কাহিনী সহ শিশু সাহিত্যের প্রায় সকল শাখাতেই তাঁর বিচরণ। তাঁর 'ছেলেদের রামায়ণ', 'টুনটুনির বই', 'গুপি গাইন-বাঘা বাইন' ছাড়া একটি শিশুর বড় হয়ে ওঠা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। একই সঙ্গে বর্ণমালা পরিচয়ের কান্ডারি যোগীন্দ্রনাথ সরকারের কথাও উল্লেখ করতে পারি। তিনি বলেছিলেন শিশুদের লেখা হতে হবে তাদের মন ভোলানোর উপযোগী, সচিত্র ও বর্ণময়। তাঁর সম্পাদিত 'খুকুমণির ছড়া' শিশু সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য সংকলন। শিশুসাহিত্য প্রকাশের জন্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'সিটি বুক সোসাইটি' নামক একটি প্রকাশনা সংস্থার। শিশুদের প্রতি তাঁর অগাধ ভালোবাসা ও সৃষ্টি সম্ভারের জন্যই তিনি আজও সমান প্রাসঙ্গিক।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদের পরিচয় করিয়েছেন কিছু অসাধারণ শিশু-কিশোর চরিত্রের সঙ্গে। তাঁর সৃষ্টি সম্ভারের একটি বিশেষ জায়গা জুড়ে আছে শিশু-কিশোর চরিত্র। তিনি ছোটদের জন্য যা লিখেছেন সেসব পড়লে মনে হয় ছোটদের বোঝবার ক্ষমতার উপর তাঁর ভারি শ্রদ্ধা ছিল। তাঁর গল্প, উপন্যাস, নাটক সকল ক্ষেত্রেই শিশু-কিশোর চরিত্র গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। উল্লেখ করা যেতে পারে 'পোস্টমাস্টার' গল্পের রতন, 'বলাই' গল্পের বলাই, 'সুভা' গল্পের সুভা, 'অতিথি' গল্পের তারাপদ প্রভৃতি চরিত্রের কথা। রবীন্দ্রনাথের শিশু-কিশোর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল প্রকৃতি-প্রেম। এই প্রকৃতি প্রেমের প্রকাশ আমরা পাই 'অতিথি' গল্পের তারাপদ চরিত্রের মধ্যে। বলাইয়ের প্রাণের দোসর শিমুল গাছটিও তার প্রকৃতি প্রেমেরই নিদর্শন। তাঁর 'ডাকঘর' নাটকের অমল চরিত্রের কথা আমরা কেউই ভুলে থাকতে পারি না। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের নানা শাখায় শিশু-কিশোর চরিত্রকে নানা ভাবে উপস্থাপন করেছেন।

বাংলা সাহিত্যের এক বিস্ময় সুকুমার রায়। যিনি ননসেন্স ধারায় সাহিত্য রচনায় অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। শিশুদের দিয়েছেন এক নিয়ম ছেঁড়া দেশের খোঁজ। তাঁর একমাত্র ননসেন্স ছাড়ার বই 'আবোল-তাবোল'। তাঁর

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 44
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 372 - 380
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

'হ-য-ব-র-ল' কাব্যে বেড়াল, কাক, ছাগল প্রভৃতি চরিত্রের মধ্য দিয়ে বাস্তব জগতের মানব চরিত্রের ছবিই ফুটে উঠেছে। প্যাঁচার জজ হয়ে বসে থাকার মাধ্যমে বিচারের নামে প্রহসন হওয়ার দিকটি তুলে ধরেছেন সুকুমার রায় অসাধারণ দক্ষতায়। পরবর্তী রায় পরিবারের তৃতীয় প্রজন্ম সত্যজিত তাঁর গল্প, উপন্যাসে নিয়ে এসেছিলেন কিশোর মনের উপভোগের বিষয়। সত্যজিত দুই ধরনের কাহিনিতে বিশেষ করে বাঙালি কিশোর মনকে ধরেছেন। প্রথমত ফেলুদার গোয়েন্দা কাহিনির মাধ্যমে ও দ্বিতীয়ত প্রফেসর শঙ্কুর বিজ্ঞানভিত্তিক গল্পের মাধ্যমে। এই বিজ্ঞান-ধর্মী গল্প রচনায় লীলা মজুমদারের স্থানও উল্লেখযোগ্য। তাঁর 'বাতাস বাড়ি', 'মাকু' উপন্যাস বা কল্পবিজ্ঞানমূলক গল্পগুলির বেশির ভাগই মুখ্য চরিত্র ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরাই।

বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যের অন্যতম ব্যক্তিত্ব হলেন হেমেন্দ্রকুমার রায়। বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'শিশু সাহিত্য' প্রবন্ধে হেমেন্দ্রকুমার রায়ের উল্লেখ করেছেন। বাঙালি কিশোরদের অন্যতম প্রিয় বই 'যখের ধন' তাঁর উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। শিশ-কিশোরদের মনের মতো, বোঝার মতো বহু বিদেশী গল্পের অনুবাদ করেছিলেন খগেন্দ্রনাথ মিত্র। তাঁর 'ছোটদের গল্প', 'ডাকাতের ডুলি', 'গল্প বলি গল্প শোনো', 'গল্প সপ্তক' ইত্যাদি অনন্য সৃষ্টি। ছোটদের ডাকাতের কাহিনী বলার পাশাপাশি সৎ মানুষ হয়ে ওঠার শিক্ষাও দিয়েছেন খগেন্দ্রনাথ মিত্র।

মহিলা শিশু সাহিত্যিকদের মধ্যে একজন অন্যতম হলেন সুখলতা রাও। তাঁর 'গল্পের বই', 'আরো গল্প' এর কথা জানেনা এমন লোক নেই। তিনি ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারি। তাঁর 'পথের আলো', 'নানান দেশের রূপকথা', 'সোনার ময়ূর' ইত্যাদি শিশু-কিশোরদের জগতকে সমৃদ্ধ করেছে।

বুদ্ধদেব বসু যিনি শিশুসাহিত্যের স্বর্ণযুগে ছিলেন ছোট এবং পরবর্তী প্রজন্মকে সেই সাহিত্যের স্বাদ দিতে প্রচেষ্টারত। শিশু-কিশোরদের জন্য লিখতে শুরু করেই তিনি যে একটি বিষয়ে আগ্রহী হয়েছিলেন, সেটি হল অনুবাদ। তিনি অত্যন্ত উৎসাহে হ্যান্স আন্ডারসনের গল্পের অনুবাদ করে আমাদের মাতৃভাষায় উপস্থাপিত করেছিলেন ইংরেজি সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

বাংলা সাহিত্যের তথা বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যের একজন অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব আশাপূর্ণা দেবী। তাঁর রচনা সম্ভার বিপুল। তাঁর ছোটদের রচনা প্রকৃত অর্থেই বৈচিত্র্যময় ও নানা বর্ণে রঞ্জিত। তাঁর কিশোররা যথেষ্ট দৃঢ় চেতা। হাজারো সমস্যা, সংকট অগ্রাহ্য করে লক্ষ্য স্থির রেখে এগিয়ে যায়। তাঁর 'এক সমুদ্র ঢেউ', 'সমুদ্দুর দেখা' ইত্যাদি রচনায় কিশোরদের নানা দিক ফুটে উঠতে দেখি আমরা।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে অন্যতম এক জনপ্রিয় লেখিকা নবনীতা দেবসেন। তিনি রচনা করেছেন একাধিক শিশু ও কিশোর সাহিত্য। তাঁর 'বুদ্ধি বেচার সদাগর', 'চাকুম-চুকুম', 'পলাশপুরের পিকনিক' ইত্যাদি অনেক রচনাই শিশু-কিশোর সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। বাংলা ভাষায় শিশু-কিশোর সাহিত্যের এই দীর্ঘ যাত্রা পথে উত্তর-পূর্বের অবদানও অনস্বীকার্য।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের শিশু-কিশোর সাহিত্যের এই ধারা আপাতভাবে খুব একটা জনপ্রিয় না হলেও একটু অনুসন্ধান করলেই আমরা এর ব্যাপ্তি সম্পর্কে অবগত হতে পারি। উত্তর-পূর্বে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাকে কেন্দ্র করে যেমন শিশু কিশোর সাহিত্যচর্চা চলে আসছে, তেমনি ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রকাশিত গ্রন্থও এই সাহিত্যে বিশেষ অবদান রেখে চলেছে। এই পত্র-পত্রিকার লেখক গোষ্ঠী, ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রকাশিত সংকলনের সংখ্যাও নেহাত স্বল্প নয়। বর্তমান প্রবন্ধে খুবই স্বল্প পরিসরে আমাদের মুল আলোচ্য উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যের দিকে অগ্রসর হবো।

(২)

ত্রিপুরার ধারাবাহিক ইতিহাস পর্যালোচনায় বোঝা যায় সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো শিশু সাহিত্যও এখানে সমৃদ্ধ। সরস গল্প, রূপকথা, ছড়া, নাটক ইত্যাদি নানা শাখা-প্রশাখায় ত্রিপুরার শিশু সাহিত্যচর্চার বিস্তৃতি। 'ফরিয়াদ', 'উদিতি', 'স্বাগতম', 'রানার', 'কাকলি', 'দিগন্ত', 'ঝিনুক' ইত্যাদি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা শিশুসাহিত্যের বিকাশে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। ত্রিপুরার সাহিত্য জগতের একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব অদ্বৈত মল্লবর্মণ মূলত বড়দের লেখক হলেও শিশুদের জন্য লিখেছেন

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 44
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 372 - 380
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

কিছু কবিতা ও প্রবন্ধ। কুলজা সাহিত্য মন্দির থেকে প্রকাশিত শিশু সাময়িক পত্রে নিজের কৈশোরে তিনি লিখেছিলেন - 'শিশুর সাধ' এর কথা। শুধু শিশু সাহিত্যচর্চা নয়, শিশুদের জন্য ঘরোয়া বিদ্যালয় পরিচালনায়ও তার অবদান অনস্বীকার্য।

ছড়া-কবিতা, গল্প-প্রবন্ধ, নাটক ইত্যাদি রচনা করে শিশু কিশোরকে নির্মল আনন্দ দান করা ব্যক্তি রাখাল রায়চৌধুরী। তাঁর উল্লেখযোগ্য ছড়াগ্রন্থ – 'খুকুর ছড়া', 'ছড়া বিচিত্রা' ইত্যাদি। নিজের সাহিত্য কৃতির জন্য তিনি পেয়েছিলেন রাষ্ট্রপতি পুরস্কারও। ছাত্র জীবনেই লেখার জগতে আগমন দীনেশচন্দ্র সাহা'র। কিশোরদের জন্য 'কিশোর গল্পগুচ্ছ' তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। রণেন্দ্রনাথ দেব, অগ্নি কুমার আচার্য, অমরেন্দ্র শর্মা, সুখময় ঘোষ প্রত্যেকেরই সহজ-সাবলীল ভঙ্গিমায় শিশু-কিশোরদের সাহিত্য জগতের প্রতি আকৃষ্ট করে তোলেন।

বাংলা শিশু সাহিত্যে একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হিসেবে আমরা পাই চুনী দাসকে। তাঁরই পরিচালনায় আগরতলা থেকে ১৯৭০ থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত একটানা ২২ বছর ছোটদের মাসিক পত্রিকা 'কাকলি' প্রকাশিত হয়। ত্রিপুরার বেশিরভাগ শিশু সাহিত্যিকের হাতে খড়ি এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করে। তাঁর প্রথম ছড়াগ্রন্থ 'টুকির ছড়া' ১৯৭৯ সালে প্রকাশিত হয়। এছাড়াও তিনি রচনা করেছেন – 'ছোটদের ছড়া', 'ছেলেভুলেনা ছড়া', 'হুকুমচাঁদের পরম কথা' (গল্প) ইত্যাদি গ্রন্থ। শিশু সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য তিনি পেয়েছেন অদ্বৈত মল্লবর্মন স্মৃতি পুরস্কার।

ত্রিপুরার শিশু সাহিত্যে অপর একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব অশোক দেববর্মা। শিশু মন, তার কল্পনাবিলাস এর সবই তাঁর লেখায় স্পষ্ট। তাঁর ছড়া ও কবিতা ছন্দ মাধুর্য নিয়ে ধরা দেয় শিশুর জগতে। তার গল্পের বাঘ মানুষ খায় না, আর ভূতও ভয় দেখায় না। 'ধিতাং ধিতাং ছড়ার বিতান', 'সুখের সওদাগর' ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

বড়দের পাশাপাশি ছোটদের জন্য কলম ধরেছেন অনিল সরকার। তাঁর রচিত 'কাল বাদলের ছড়া', 'বন থেকে এলো টিয়ে' ইত্যাদি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। কল্যাণী ভট্টাচার্য শিশু-কিশোরদের জন্য লিখেছেন 'বাংলা মায়ের বিপ্লবী ছেলেরা', 'বাংলার শহীদ কন্যা প্রীতিলতা' আর 'ভূত পেত্নীর গল্প'। সুব্রত দেব'র রচিত সাহিত্য শিশু কিশোরকে অনাবিল আনন্দ দানে সক্ষম। 'বকবকম', 'রঙবেরঙ', 'চাবি' ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

প্রশান্তকুমার ভট্টাচার্য শিশু কিশোরদের পরিচয় করান কল্পবিজ্ঞানের সঙ্গে। 'কল্পবিজ্ঞান কাহিনী', 'মহাবিশ্বে মহাবিস্ময়', 'গল্পে গল্পে বিজ্ঞান', 'বিজ্ঞানের আলোকে বারোভুতের কান্ড' ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। সুজন রায় প্রবন্ধের মাধ্যমে শিশু কিশোরদের পরিচয় করান বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে। তা ছাড়া তাঁর গল্প উপন্যাসও কিশোরদের কাছে উপভোগ্য।

ত্রিপুরার শিশু সাহিত্য চর্চায় অপর একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব বিমলেন্দ্র চক্রবর্তী। শিশু সাহিত্যের বিকাশে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখা পত্রিকা 'ঝিনুক' তারই সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। তাঁর প্রকাশিত এবং সম্পাদিত গ্রন্থের সংখ্যাও নেহাত স্বল্প নয়। তাঁর রচিত সাহিত্য বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ হতেও দেখা যায়। যা তার প্রতিভাকেই সূচিত করে। ২০১০ সালে গুণমানের বিচারে তাঁর সম্পাদিত পত্রিকাটি শ্রেষ্ঠ কাগজের শিরোপা পায়। চাঁদকে নিয়ে রচিত তাঁর ছড়ার সংখ্যা অনেক। চন্দ্রজয়ের এই সময়ে তাঁর ছড়ার কথা সহজেই মনে পড়ে। তাঁর ছড়ায় শিশুদের কুসংস্কার থেকে মুক্তির কথাও ধ্বনিত। শিশুদের তিনি ছড়ার ছলে করে তুলেছেন বিজ্ঞান সচেতন, -

"কে বলে চাঁদ খাচ্ছে রাহু
পূর্ণিমা সে রাতে
ভুল তথ্য ছড়িয়ে আছে
গঞ্জে এবং গা-তে।"[১]

তাঁর 'চাঁদ মামা' ছড়ায় পৃথিবীর মতো মানুষকে চাঁদে পৌঁছে তাকে দূষিত না করার আহ্বান ধ্বনিত।

মীনাক্ষী দে মূলত বড়দের লেখক হলেও ছোটদের জন্য তাঁর রচিত গ্রন্থ 'বাঘ বগলে বিশ্বরঞ্জন' শিশু সাহিত্যের সম্পদ। সুধীর সরকার ছোটদের জন্য লিখেছেন নানান হাসির গল্প। শিশু কিশোরকে ভবিষ্যতে প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 44
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 372 - 380
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

তুলতে প্রয়াসী নারায়ণ দেব। শিশুর কথা মাথায় রেখে তাঁর 'চোর রাজা', 'জগা খিচুড়ি' ইত্যাদি নাটক শিশু নাট্যের ধারাকে সমৃদ্ধ করেছে।

রাখাল মজুমদার, দীপক দেব, দিনেশ দেবনাথ প্রমুখ রসালো গল্প, কবিতা লিখে ছোট বড় সবার মন জয় করেছেন। রাখাল মজুমদারের বিখ্যাত ছড়া গ্রন্থ 'সূর্যিমামা' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই পাঠক মহলে প্রশংসা লাভ করেছিল। বড়দের সঙ্গে ছোটদের নিয়ে সাহিত্য রচনা করেছেন নির্মল দাস। ছোটদের স্বপ্নের জগতের ছোঁয়া তাঁর রচনায় লক্ষিত।

'ডাকাত যখন আসে', 'বাবার মতো বড়' ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করে শিশু কিশোর মনে সাড়া জাগানো ব্যক্তিত্ব বাঁধন চক্রবর্তী। সাহিত্যে অবদানের জন্য তিনি পেয়েছেন নানা পুরস্কার ও সম্মাননা। এছাড়াও অমল চক্রবর্তী, শ্যামল ভট্টাচার্য, হরিহর দেবনাথ, শ্যামলকান্তি দে, অনুপ দেব, অলক দাশগুপ্ত, জয়া গোয়ালা, আব্দুল আলিম, সুমন ভট্টাচার্য, সুতপা রায়, দিপালীকা দাস, অমলকান্তি চন্দ, জ্যোতির্ময় দাস, দেবব্রত দেব, দেবস্মিতা দেব প্রমূখ ত্রিপুরার শিশু-সাহিত্যের বিকাশে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছেন।

যতীশ ভট্টাচার্য এর 'ছড়ার মালা' গ্রন্থটি শিশু কিশোরদের জগতে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। তাঁর 'পরীক্ষা শেষের ছড়া'র মধ্য দিয়ে সদ্য পরীক্ষা শেষ করে নতুন ক্লাসে ওঠার প্রতীক্ষায় দিনগুনা শিশুর মনের মধ্যে চলতে থাকা নানা ভাবনার চিত্র ফুটে উঠে, -

"কাটছে না আর দিনটা
লাগছে ভারি সময়টা
নতুন ক্লাসে উঠবে কখন নামটা।"

জীবনানন্দ দাশ কিংবা জসীমুদ্দীনের মতো তাঁর রচনায়ও ফুটে ওঠে প্রকৃতি প্রীতির চিত্র। তাঁর সৃষ্ট চরিত্ররাও শুনতে পায় 'নদীর ঢেউয়ে ভেসে বেড়ানো প্রাণের কথা'।

ছোটদের জন্য শ্যামল চক্রবর্তীর 'আকাশে ওড়ার গল্প', হরিহর দেবনাথের 'জানবো এবার জগৎটাকে', অনুপ দেবের 'খেয়াল খুশির ছড়া', জয়া গোয়ালার রহস্য গল্প 'পাহাড় গুহার রহস্য', জহরলাল চক্রবর্তীর 'দোয়েল পাখির বিয়ে', হৃদয় রঞ্জন চক্রবর্তীর 'রঙপাখি', প্রণব চৌধুরীর 'হাতির ডিম', প্রীতম ভট্টাচার্যের 'পাখি সব করে রব', 'সাত রঙা ছড়া', অনাদি চৌধুরীর 'স্বপ্ন দিনের ছড়া', শচী চৌধুরীর 'চাঁদ মেয়ে', সাগরিকা চৌধুরীর 'তেপান্তর', বিজয় সাহার 'সোনামণিদের মজার ছড়া', অমলকান্তি চন্দের 'আয় না উড়ি', 'ছন্দে ছড়ায় বিজ্ঞান', জ্যোতির্ময় দাসের 'ছেলেবেলা', 'হাত বাড়ালেই খুশির খবর' ইত্যাদি গ্রন্থ শিশু-কিশোরদের মন-মানসিকতাকে ঋদ্ধ করেছে।

(৩)

আসামের যে সকল পত্র-পত্রিকাকে কেন্দ্র করে বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যচর্চা হচ্ছে সেগুলো মূলত-প্রাণকৃষ্ণ কর সম্পাদিত 'অবগাহন', দীপক ভদ্র সম্পাদিত 'সাত সমুদ্দুর', জ্যোতির্ময় সেন সম্পাদিত 'পক্ষীরাজ', দিপালী চক্রবর্তী সম্পাদিত 'মুকুল', এছাড়াও রয়েছে সুপর্ণা ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'কাশফুল' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকা। সেই সঙ্গে বিভিন্ন দৈনিক সংবাদপত্রে শিশুদের জন্য বরাদ্দ পাতায় শিশু সাহিত্যের নির্মাণে যারা যথেষ্ট অবদান রেখেছেন, তাদের এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগে যারা বিভিন্ন গ্রন্থাদি রচনা করে শিশুদের জগতকে সমৃদ্ধ করেছেন - তাদের মধ্যে কয়েকজনকে নিয়েই আমাদের এই প্রবন্ধের অবতারণা।

প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় গৌহাটি থেকে প্রকাশিত একটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য পত্রিকা 'সাত সমুদ্দুর'-এর। পত্রিকাটির সম্পাদক দিপক ভদ্র। এখনো পর্যন্ত এই পত্রিকার প্রকাশিত সংখ্যা সতের। পত্রিকাটির মধ্যে আছে শিশু-কিশোরদের জন্য নানা আকর্ষনীয় বিভাগ। ম্যাথমেজিক, ছড়া, কবিতা, স্বপ্ন যখন আকাশ ছোঁয়া, গল্প প্রভৃতি বিভাগে নানান গুরুত্বপূর্ণ লেখা ইতিমধ্যে এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এই পত্রিকায় প্রকাশিত তরুণ মুখোপাধ্যায়ের 'হারিয়ে গেছে' ছড়ায় উঠে এসেছে একালের এক ছবি, -

"হারিয়ে গেছে নকশি কাঁথা, ঠাকুরমার ঝুলি

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 44
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 372 - 380
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

হারিয়ে গেছে সন্ধ্যা প্রদীপ লণ্ঠন কালি ঝুলি
...
হারিয়ে গেছে অবোধ জীবন, অবোধপৃথিবী
এখন সবাই বলে শুধু কী দিবি আর কী নিবি।"[২]

সন্তানদের শিক্ষা কোন ভাষাতে হবে তাই নিয়ে ভাবতে দেখি 'কদম গাছের মগডালেতে' নামক ছড়ায় কাককেও। সুব্রত ভট্টাচার্য'র ছড়ার কাকেরা যে আমাদের সমাজেরই লোক তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। ছোট্ট খাসা বাসায় কাকের বাচ্চা বড় হয়ে পড়বে কোথায়, সেই নিয়ে গিন্নী কাকের সঙ্গে ঝগড়া বাধে কর্তা কাকের -

"কদম গাছের মগডালে তে
কাকের বাসা
খড় কুটোতে তৈরি তবু
আচ্ছা খাসা, আচ্ছা খাসা
...
স্বামী স্ত্রীতে পালা করে
দেয় পাহারা
ছোট্ট দুটি বাচ্চা নিয়ে
অনেক আশা, অনেক আশা,
...
আজ সকালে হঠাৎ করে
ঝগড়া তাদের
বড় হয়ে পড়বে কোথায়
বাচ্চা গুলো?
...
গিন্নি বলেন- ইংরেজিতে
কর্তা বলেন - মাতৃভাষা, মাতৃভাষা।"[৩]

হাসির ছলে সুব্রত আমাদের সামনে শিক্ষার বাহন ভাষা নিয়ে সমাজের মধ্যে চলতে থাকা দোটানার এই বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন অপরূপ দক্ষতায়।

আসামের বাংলা শিশু কিশোর সাহিত্যচর্চায় উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্বরা যে শুধু শিশু-কিশোরদের নিয়েই সাহিত্য রচনা করেছেন এমন নয়। তারা অনেকে মূলত বড়দের জন্য সাহিত্য রচনা করেছেন। সেই সঙ্গে কিশোরদের জন্যেও কলম ধরেছেন। গণেশ দে, সজল পাল, শিশির সেনগুপ্ত, জয়িতা দাস, কুমার অজিত দত্ত, মানিক দাস, মহুয়া চৌধুরী, প্রাণকৃষ্ণ কর, দীপক ভদ্র, শ্রাবণী দেবরায় গঙ্গোপাধ্যায়, অমিতাভ চৌধুরী, দেবাশিস্ তরফদার, রণবীর পুরকায়স্থ, শক্তিপদ ব্রহ্মচারী, ঊষারঞ্জন ভট্টাচার্য, আশুতোষ দাস, ঋতা চন্দ প্রমুখর রচিত সাহিত্য ছোটদের জগতকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছে।

গনেশ দে'র কিশোর উপন্যাস 'বিপুল মামার জব্বর মেশিন' প্রকাশিত হয় ছোটদের পত্রিকা 'ধ্রুবতারা'য়। তা ছাড়া দৈনিক যুগশঙ্খ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় ছোটোদের জন্য তাঁর 'টেংরাটকন'। ছোটদের 'সাত সমুদ্দুর' পত্রিকায় এ পর্যন্ত পরিতোষ তালুকদারের বেশ কয়েকটি গল্প প্রকাশিত হয়েছে, - 'আলোর শিখা', 'পাকা আম', 'পিঁপড়ে পুরাণ' ইত্যাদি তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। সজল পাল 'অবগাহন' এবং 'সাত সমুদ্দুর' পত্রিকায় নিয়মিত লেখেন। ছোটদের জন্য রচনা করেছেন – 'অদ্ভুতুড়ে মানুষটা', 'যদি এমন হত' ইত্যাদি গল্প। সজল পাল ছড়ায় এনেছেন এক ধরনের নতুনত্ব। সবার পরিচিত, জনপ্রিয় ছড়াগুলো ধরে ধরে সেগুলোর সঙ্গে বর্তমানের পরিবেশ পরিস্থিতির সামঞ্জস্য রেখে রচনা

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 44
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 372 - 380
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

করছেন উল্লেখযোগ্য সব ছড়া। বাংলাদেশ থেকে ইতিপূর্বে তাঁর প্রকাশিত 'অল্পলকম গল্প' শিশুদের মনোরঞ্জনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। শিশুদের জন্য রচিত হলেও সেই ছড়াগুলোতে বর্তমানের যাবতীয় সব কদর্যের প্রতি রয়েছএ তীব্র কটাক্ষও।

শিশির সেনগুপ্ত বড়দের পাশাপাশি ছোটদের জন্য লিখেছেন – 'পরশপাথর', 'ভূতের রহস্য সন্ধানে', 'গল্পের গরু' ইত্যাদি বেশ কয়েকটি ভিন্নস্বাদের গল্প। জয়িতা দাস বড়দের পাশে পাশাপাশি ছোটদের জন্য অবগাহন পত্রিকায় লিখে চলেছেন অত্যন্ত উন্নত মানের গল্প। তার মধ্যে – 'ঋষি ও দুষ্টু হিড়ি', 'দূরের সেই নীল তারাটি' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কুমার অজিত দত্ত'র শিশু কিশোর সাহিত্যে হাতেখড়ি সাত সমুদ্দুর পত্রিকায়। শিশু কিশোর উপযোগী বিজ্ঞান, কল্পবিজ্ঞান ভিত্তিক গল্প লিখেছেন। 'মহাকাশ নগরীতে বোধিকল্প', 'হাতিটা ভীষণ কাঁদছে' ইত্যাদি ছাড়াও 'একটি অভিশপ্ত দ্বীপভূমি, যেখানে থাকে এক জার্মান সাদা ভূত' শিশু-কিশোরকে কেন্দ্র করে রচিত তাঁর উল্লেখযোগ্য সাহিত্য গ্রন্থ।

শিলচর থেকে মহুয়া চৌধুরী ছোটদের জন্য লিখেছেন 'রত্নাকর বাল্মীকি', 'বেড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধিবে কে' শীর্ষক নাটক। দীর্ঘদিন 'দৈনিক যুগশঙ্খ' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত থাকার ফলে, ছোটোদের বিভাগে লিখেছেন বেশ কিছু গল্প। সম্পাদনা করেছেন 'ছড়ার তোড়া' নামে একটি ছড়া গ্রন্থও। মানিক দাস রচনা করেছেন 'কাকাতুয়া', 'আমার মা', 'পিপড়ে আর ফড়িং' ইত্যাদি ছড়া ও কবিতা। তাছাড়া তাঁর রচিত ছোটোদের গল্প সংকলন – 'পাখিটা এখনো ডাকে' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আসামের বাংলা শিশু সাহিত্যে দীপক ভদ্র একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। আশির দশকে দীপক ভদ্র 'বিকাশ' নামে একটি শিশু কিশোর পত্রিকার সম্পাদনা করেছিলেন। ১১টি সংখ্যা প্রকাশের পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। ২০১২ সালে তারই সম্পাদনায় প্রকাশিত হতে শুরু করে 'সাতসমুদ্দুর'। পত্রিকাটির কথা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। এই 'সাতসমুদ্দুর' বর্তমান সময়ে শিশু-কিশোরদের জন্য প্রকাশিত হওয়া একটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য পত্রিকা।

প্রাণকৃষ্ণ কর রচিত কিশোর উপন্যাসিকা 'মিষ্টু দুষ্টু মেয়ে' প্রভূত জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। প্রাণকৃষ্ণ কর সম্পাদিত 'অবগাহন' পত্রিকাটিও বর্তমান সময়ে শিশুসাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য নাম। নিজস্ব পত্রিকার পাশাপাশি অন্যান্য বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে শিশু কিশোরকে কেন্দ্র করে তাঁর বিভিন্ন গল্প। ১৩ আগস্ট ২০২৩ সালে 'দৈনিক যুগশঙ্খ' পত্রিকার 'সবুজের আসর' পাতায় তাঁর 'রাজার নাতির আংটি' নামে একটি সরস গল্প প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে অতিকথা বলার অপকারিতার সঙ্গে তিনি শিশুদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন এক অনন্য ভঙ্গিতে। 'বাচ্চা ভুতের কান্ড', 'বাগধারার গপ্পো', 'ভূত বাঘ ও পাখির গল্প' ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্প সংকলন। 'কথা ও কাঁথার গল্প', 'মাছরাঙ্গা ও একটি বউ', 'ভূতের বিচারসভা' এই গল্পগুলো বেশ মজার।

শ্রাবণী দেবরায় গঙ্গোপাধ্যায় একাধারে 'সাত সমুদ্দুর', 'পথের সুজন', 'ত্রিময়' ইত্যাদি পত্রিকায় ছোটদের জন্য গল্প প্রবন্ধ লিখেছেন। শিশু-কিশোরদের জন্য রচনা করেছেন অনেক গল্প। ছোটদের জন্য তাঁর প্রকাশিত বই – 'কল্পদেশের গল্পগাথা', এবং 'স্বপ্নপুরী' আসামের শিশু-কিশোর সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে।

রণবীর পুরকায়স্থ মূলত বড়দের লেখক। তবুও ছোটদের জন্য তার 'ভালোবাসার রূপকথা', 'অনুস্বার ও বিসর্গ' এগুলো উল্লেখযোগ্য। সঞ্জয় চক্রবর্তী মূলত কবিতার জন্য খ্যাত। তাঁর কবিতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য। তিনি ছোটদের জন্য লিখেছেন বেশ কিছু ছড়া ও গল্প। 'নীল আলোর রহস্য', 'অঙ্কিতার অঙ্ক' ইত্যাদি ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্প।

উষারঞ্জন ভট্টাচার্য অতি পরিচিত নাম। মূলত রবীন্দ্র গবেষক। অসমীয়া উপন্যাস 'মৃত্যুঞ্জয়' বাংলাতে অনুবাদ করে সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কারে ভূষিত। বাল্যকাল খুঁজে পেতে তাঁর রচিত 'সেই সকাল' একটি অবশ্য পাঠ্য বই। আর অমিতাভ দেবচৌধুরীর বিচরণ সাহিত্যের প্রায় সকল ক্ষেত্রেই। বাংলা পড়তে অনাগ্রহী শিশুদের জন্য তাঁর রচিত প্রাইমারটি সত্যি উল্লেখের দাবী রাখে। শিশুদের জন্য রচিত তাঁর অন্য গ্রন্থটির নাম 'হা রে রে রে রে রে'। 'প্রাণের হাট' নামে তাঁর একটি কিশোর উপন্যাসও প্রকাশিত হয় ২০১৯ সালে। দীর্ঘ সময় ধরে সাময়িক প্রসঙ্গ পত্রিকাতে প্রকাশিত হওয়া এই উপন্যাসটির চরিত্ররা আমাদের খুব কাছের। উপন্যাসটি জুড়ে রয়েছে এক সম্প্রীতির বার্তা। তাছাড়া তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ১৫। 'ছড়া এবং ছড়া', 'ছড়ার খেলা', 'ছড়ার মহাভারত' ইত্যাদির অধিকাংশ ছড়ায়ই উঠে এসেছে সমাজ ভাবনা।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 44
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 372 - 380
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

শিশু-কিশোর সাহিত্যের জগতে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন হিমু লস্কর-এর 'শয়তানের শিরস্ত্রাণ' (২০২৩)। একটি অন্যতম থ্রিলার বা রহস্য উপন্যাস। দেবাশিস্ তরফদার ছোটদের জন্য লিখেছেন দুটো উপন্যাস – 'শিলং দূরে নয়', ও 'ভূতুম ভূতে ভূতানি'। তাছাড়া রয়েছে সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত 'জ্যাক ও শিমগাছ', 'ঘুমিয়ে পড়ারিপ্', 'হানসেল ও গ্রেটেল' ইত্যাদি শিশু-কিশোর উপযোগী গল্প। 'শিলং দূরে নয়' উপন্যাসে কিশোর চরিত্রের নানা দিক ফুটে উঠতে দেখি। বাড়ি থেকে পালানো, রেল যাত্রার নানাদিক, অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের খোঁজ, ইত্যাদি বিষয় প্রাথমিক ভাবে উপন্যাসটির মধ্যে লক্ষিত হয়। তাছাড়া তাঁর রূপকথার গল্পগুলোর মধ্যেও শিশু কিশোররা খুঁজে পায় এক অম্লান আনন্দ।

ছাত্রদের সঙ্গে সারা জীবন কাটানোর সুবাদে শিশুদেরকে নিয়ে নানা ছড়া রচনা করেছেন কানন পাল দাস। 'অবগাহন' পত্রিকায় প্রকাশিত 'শীতের মজা' ছড়ায় ছোটদের জন্য শীতের অনুভূতি উপহার দিয়েছেন তিনি। হাইলাকান্দি শহরের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ঋতা চন্দ। শিশুদের নিয়ে জীবনের অনেকটা সময় কাটানোর সুবাদে তাদের নানা অনুভব-অনুভূতি, নানা সমস্যার চিত্র উঠে এসেছে তাঁর ছড়া এবং গল্পে। বড়দের জন্য রচিত গ্রন্থগুলোর কথা বাদ দিলেও ছোটদের জন্য এখনো পর্যন্ত প্রকাশিত তাঁর ছড়া ও গল্প সংকলন তিনটি – 'ছড়া ওড়ে নাও ধরে' (২০০৪, ছড়া সংকলন) 'ছন্দে ছন্দে চলি আনন্দে' (২০০৪, ছড়া সংকলন), 'নানা রঙের কৈশোর' (২০২৩, গল্প সংকলন)। এছাড়াও রচনা ও মঞ্চস্থ করেছেন- 'শম্পা ও চম্পার পড়াশোনা', 'উত্তরণ', 'প্রত্যাশা', 'বাহাদুর গাঁওবুড়া' ইত্যাদি নাটক।

ঋতা চন্দ'র 'সব মেয়ে একদিন' ছড়ায় দেখি বাস্তবের এক জ্বলন্ত সমস্যা ও তার থেকে বাঁচার কথা ধ্বনিত -

"মোবাইলটা কানে নিয়ে মিমি চলে আনমনে
সাইকেলে ববিটা যে পিছু নেয় সাবধানে।
মজা করে গুঁতো মেরে চলে যাবে ভেবেছিল
ভালোমতো সর্ষে ফুল চোখে সে দেখেছিল।
ক্যারাটেতে সেরা সে জানে নিতো বোকাটা
'ইভটিজ' করতে গিয়ে খেলো বেশ ধোঁকাটা।
সব মেয়ে একদিন মিমি হবে এই দেশে
নিশ্চয়ই বখা গুলো টিট্ হবে নিঃশেষে।"[৪]

এই শিশু কিশোরদের সবাই তো আর গল্প করা, গল্প পড়া, বা খেলাধুলার সময় পায়না। তাদেরও একটা বাস্তব চিত্র ঋতা চন্দ'র 'এক অনাথের গল্প' ছড়াটিতে ফুটে উঠেছে -

"বাপ-মা নেই তার, অনাথ এক ছেলে,
খেটে খুটে দিন যায় কখন সে খেলে!
চেয়ে চেয়ে দেখে সে বাবুদের ছেলেরা
টাই পড়ে যায় স্কুলে ঝকমকে চেহারা।
তখন সে কাপ ধোয় চায়ের দোকানে
ভেঙে গেলে জোটে তার মোচড় দু-কানে।
কখনো সে গাড়ী মোছে কালি পড়া হাতে
বাবুদের ঘরে খাটে থাকে, থাকে পেটে ভাতে।"[৫]

তুষারকান্তি সাহা'র ছোটদের উপযোগী গল্প সংকলন 'গাবুদার কীর্তি' ও উপন্যাস 'কৈশোর সংলাপ'। এছাড়াও তিনি বেশ কিছু ছোট গল্পের নাট্যরুপ দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কাবলিওয়ালা' গল্পের নাট্যরুপ 'মিনি' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। স্মৃতি দত্ত শিশু সাহিত্যে একজন প্রগতিশীল ব্যক্তিত্ব। ছোটরা তাঁর গল্পের ভক্ত। ছোটোদের জন্য এখনো পর্যন্ত প্রকাশ করেছেন 'যতসব কাণ্ড', 'ম্যাজিক লণ্ঠন', 'ভুত যখন ম্যাজিক দেখায়', 'আমার তোমার ও গোপালদার কাহিনি'

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 44
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 372 - 380
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ইত্যাদি গ্রন্থ। শুক্লা ভট্টাচার্যের শিশু কিশোর উপযোগী গ্রন্থ 'কায়াবদল' ও 'কল্পকাহিনি'। সাহিত্যিক নারায়ণ চন্দ্র সরকারেরও রয়েছে ছোটদের জন্য 'ভোম্বল আর অপ্সরার গল্প', 'উড়ন্ত চাকির যাত্রী' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য গল্প। অমল রাহা'র 'দুষ্ট বিশু ও প্রজাপতি' এবং 'দুষ্টু টুনটুনির গল্প'। শুভঙ্কর রায় চৌধুরী'র 'অরণ্যের পাঠশালা', 'ভূতেদের গামছা', 'সোনার কীর্তি'। কামাক্ষ্যা দাসের 'বার্মিজ দাদুর বনভোজন', 'বলাইদার মাছ ধরা' প্রভৃতি গল্প শিশু সাহিত্যে বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে।

এছাড়াও জ্যোৎস্না হোসেন চৌধুরী, বিজয় কুমার ভট্টাচার্য, সব্যসাচী বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবরতন মুখোপাধ্যায়, অভিজিৎ চক্রবর্তী, সুজিত রঞ্জন আচার্য, ছবি গুপ্তা, সুপর্ণা ভট্টাচার্য, অপরাজিতা গোস্বামী, পঙ্কজ দাস, স্মৃতি দত্ত, শুক্লা ভট্টাচার্য, হিমাদ্রিশেখর চক্রবর্তী, সঞ্জয় দে, নারায়ণ চন্দ্র সরকার, পার্থপ্রতিম দত্ত মজুমদার, জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত, সুভাষ দে, সীমা ঘোষ, মেঘমালা দে মহন্ত, বিকাশ চৌধুরি, সৌগত পুরকায়স্থ, বিশ্বরাজ ভট্টাচার্য, দেবাদিত্য ব্রহ্মচারী, প্রমুখ ব্যক্তিত্বরা শিশু-কিশোরদের উপযোগী সাহিত্য রচনা করেছেন এবং করে যাচ্ছেন।

উল্লেখিত শিশু কিশোর সাহিত্যিক ছাড়াও আরো অনেকেই ভালো লিখেছেন। সবার রচনার অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ বা সার্বিক মূল্যায়ন সম্ভব নয়। তবে এটুকু নিঃসন্দেহে বলা যায় যে তাদের রচিত সাহিত্য যেমন ছোটদের আনন্দ দিয়েছে তেমনি সরস ও আকর্ষণীয় বিষয় বর্ণনার মধ্যে দিয়ে তাদের ভবিষ্যৎ গঠনের উপযুক্ত শিক্ষাও দিয়েছে। শিশু-কিশোরদের মানসিক ক্ষুধা বাড়ানোয় এবং সে ক্ষুধা মেটানোয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে এই সাহিত্য।

ছোটোদের নির্মল মজা ও আনন্দ দানের পাশাপাশি সমাজ, স্বদেশ ও পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে কৌতূহলী ও সচেতন করে তোলার উপযুক্ত উপাদানে সমৃদ্ধ আমাদের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের এই শিশু সাহিত্যের ধারাটি তাই ক্রমে আরো সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হচ্ছে। শুধুই শিশু কিশোরকে নিয়ে লিখেছেন এমন লেখকের খোঁজ খুব বেশি হয়তো আমরা পাবনা, তবে বড়দের ছোটদের সাহিত্য রচনা করেছেন এমন লেখকদের নিয়ে রচিত এই তালিকাটিও সম্পূর্ণ নয়। অজান্তে অনেকেই বাদ পড়েছেন। পরবর্তী কালে এই ত্রুটি সংশোধনের মধ্যদিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রস্তুতিকরণের আশা নিয়ে বর্তমান এই প্রবন্ধের আপাত ইতি টানা হল।

Reference:

১. চক্রবর্তী, বিমলেন্দ্র, 'ছড়ায় ছন্দে বিজ্ঞান ও পরিবেশ', পূর্বমেঘ পাবলিকেশন, ত্রিপুরা -৩৫, মার্চ ২০২৩, পৃ. ৫
২. ভদ্র, দীপক, 'সাত সমুদ্দুর ছোটদের পত্রিকা' বর্ষ ১১, সংখ্যা -১৭, বিকাশ প্রকাশন, গুয়াহাটি, ২০২২, পৃ. ৪৭
৩. ভদ্র, দীপক, 'সাত সমুদ্দুর ছোটদের পত্রিকা' বর্ষ ১১, সংখ্যা -১৭, বিকাশ প্রকাশন, গুয়াহাটি, ২০২২, পৃ. ৪৭
৪. চন্দ, ঋতা, 'ছন্দে ছন্দে চলি আনন্দে', সপ্তাস্ব প্রকাশনি, গুয়াহাটি, ২০১৪, পৃ. ৪
৫. চন্দ, ঋতা, 'ছড়া ওরে নাও ধরে', সাহিত্য প্রকাশন, হাইলাকান্দি, ২০০৫, পৃ. ১৬